BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (3rd VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : JAKAT

كِتَابُ الزَّكَاة

অধ্যায় ঃ যাকাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

٨٨٢ بَابُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَاْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

৮৮২. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়া

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) নবী ﷺ-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত (প্রতিষ্ঠা করা), যাকাত (আদায় করা), আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশ দেন।

١٣١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ.

১৩১৩ আবূ 'আসিম যাহ্হাক ইবন মাখলাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মু'আয (রা)-কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) ﷺ আল্লাহর রাসূল– এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদকা

banglainternet.com

(যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসূল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

١٣١٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَاَبُوْهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسٰى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوْظٍ اِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو

১৩১৪ হাফ্স ইব্ন 'উমর (র) ... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে বলল, আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ তার প্রয়োজন রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] বাহয (র) শু'বা (র)-র সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান ও তাঁর পিতা 'উসমান ইবন 'আবদুল্লাহ উভয়ে মূসা ইবন তালহা (রা) আবূ আইউব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন, (শু'বা, রাবীর নাম বলতে ভুল করেছেন) আমার আশংকা হয় যে, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান-এর উল্লেখ সঠিক নয়, বরং এখানে রাবীর নাম হবে 'আমর ইবন 'উসমান।

١٣١٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ . قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا .

১৩১৫ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রাহীম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী সাহাবী নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে এমন আমলের পথনির্দেশ করুন যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, (পাঁচ ওয়াক্ত) ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে ও রমযানের সাওম পালন করবে। সাহাবী বললেন, আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম, আমি এর উপর বৃদ্ধি করব না। তিনি যখন ফিরে গেলেন

banglainternet.com

তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কেউ যদি জান্নাতী লোক দেখতে আগ্রহী হয় সে যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখে।

১৩১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ زُرْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا .

১৩১৬ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ যুর'আ (র)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১৩১৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهِ مَنْ وَرَائَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَشَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَاغَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاَبُوْ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৩১৭ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক, আমাদের ও আপনার (মদীনার) মাঝে মুযার গোত্রের কাফিররা প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আমরা আপনার নিকট কেবল নিষিদ্ধ মাস (যুদ্ধ বিরতির মাস) ব্যতীত নির্বিঘ্নে আসতে পারি না। কাজেই এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিন যা আমরা আপনার নিকট থেকে শিখে (আমাদের গোত্রের) অনুপস্থিতদেরকে সেদিকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি ও চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। (পালনীয় বিষয়গুলো হলো ঃ) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তথা সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (রাবী বলেন) এ কথা বলার সময় নবী ﷺ (একক নির্দেশক) তাঁর হাতের অঙ্গুলী বন্ধ করেন, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও তোমরা গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে এবং আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি যে, (اَلدُّبَّاء) শুষ্ক কদু খোলস, (اَلْحَنْتَمُ) সবুজ রং প্রলেপযুক্ত পাত্র, (اَلنَّقِيْرُ) খেজুর কাণ্ড নির্মিত পাত্র, (اَلْمُزَفَّتُ), তৈলজ পদার্থ প্রলেপযুক্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করতে। সুলায়মান ও আবূ নু'মান (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এরূপ বর্ণনা করেছেন (واو ব্যতীত)।

১৩১৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ

banglainternet.com

اللّٰهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

১৩১৮ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমর (রা) [আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে মাত্র)? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। 'উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রা)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

٨٨٣ بَابُ الْبَيْعَةِ عَلٰى اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ .

৮৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত দেওয়ার বায়'আত। (মহান আল্লাহর বাণী) যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। (৯ ঃ ১১)

١٣١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

১৩১৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)... জরীর ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি।

banglainternet.com

٨٨٤ بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .... فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

৮৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না..... (জাহান্নামে শাস্তি প্রদানকালে তাদেরকে বলা হবে) এখন সম্পদ জমা করে রাখার প্রতিফল ভোগ কর। (৯ ঃ ৩৪-৩৫)

١٣٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَاْتِى الْاِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِى الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَاْتِىْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَاْتِىْ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ .

১৩২০ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের উটের (উপর দরিদ্র, বঞ্চিত, মুসাফিরের) হক আদায় না করবে, (কিয়ামত দিবসে) সে উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে আসবে এবং যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক আদায় না করবে, সে বকরী দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। উট ও বকরীর হক হলো পানির নিকট (জনসমাগম স্থলে) ওদের দোহন করা (ও দরিদ্র বঞ্চিতদের মধ্যে দুধ বন্টন করা)। নবী ﷺ আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কিয়ামত দিবসে (হক অনাদায়জনিত কারণে শাস্তিস্বরূপ) কাঁধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে (আমার নিকট) না আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব ঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (হক অনাদায়ের পরিণতির কথা) পৌঁছে দিয়েছি। আর কেউ যেন চিৎকাররত উট কাঁধের উপর বহন করে এসে না বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব ঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (শেষ পরিণতির কথা) পৌঁছে দিয়েছি।

banglainternet.com

١٣٢١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ لاَيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰـهُمُ اللّٰـهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًالَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

১৩২১ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করেন ঃ "আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।" (৩ ঃ ১৮০)

٨٨٥ بابٌ مَا اُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

৮৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা কানয (জমাকৃত সম্পদ)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, নবী ﷺ-এর এ উক্তির কারণে যে, পাঁচ উকিয়া[১]-এর কম পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত নেই।

١٣٢٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ اَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلْاَمْوَالِ .

১৩২২ আহমদ ইবন শাবীব ইবন সা'ঈদ (র)... খালিদ ইবন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সাথে বের হলাম। এক মরুবাসী তাঁকে বলল, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে–এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ইবন উমর (রা) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে আর এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য রয়েছে শাস্তি– এ তো ছিল যাকাত

banglainternet.com

১. এক উকিয়া ৪০ দিরহাম পরিমাণ, ৫ উকিয়া × ৪০=২০০ দিরহাম সমান।

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের কথা। এরপর যখন যাকাত বিধান অবতীর্ণ হলো তখন একে আল্লাহ সম্পদের পবিত্রতা লাভের উপায় করে দিলেন।

١٣٢٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩২৩ ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়া পরিমাণের কম সম্পদের উপর যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কমের উপর যাকাত নেই। পাঁচ ওসাক[১] এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত নেই।

١٣٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَاِذَا اَنَا بِاَبِيْ ذَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هٰذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ اَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيْهِمْ فَكَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فِيْ ذٰلِكَ وَكَتَبَ اِلٰى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْكُوْنِيْ فَكَتَبَ اِلَيَّ عُثْمَانُ اَنِ اقْدَمِ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتّٰى كَاَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِيْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ اِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيْبًا فَذَاكَ الَّذِيْ اَنْزَلَنِيْ هٰذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ اَمَّرُوْا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَاَطَعْتُ .

১৩২৪ 'আলী ইবন আবূ হাশিম (র)... ইয়াযীদ ইবন ওহব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাবাযা নামক স্থান দিয়ে চলার পথে আবূ যার (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এখানে কি কারণে আসলেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় অবস্থানকালে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে আমার মতানৈক্য হয় ঃ (الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) "যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না.....।" মু'আবিয়া (রা) বলেন, এ আয়াত কেবল আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের ও তাদের সকলের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এক সময় মু'আবিয়া (রা) 'উসমান (রা)-এর নিকট আমার নামে অভিযোগ করে পত্র পাঠালেন। তিনি পত্রযোগে আমাকে মদীনায় ডেকে পাঠান। মদীনায় পৌছলে আমাকে দেখতে লোকেরা এত ভিড় করলো যে, এর পূর্বে যেন তারা কখনো আমাকে

banglainternet.com

১. এক ওসাক ৬০ সা-এর সমান, ৫ ওসাকে × ৬০=৩০০ সা। ১ সা প্রায় ৩ সের ১১ ছটাকের সমান।

দেখেনি। 'উসমান (রা)-এর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি আমাকে বললেন, ইচ্ছা করলে আপনি মদীনার বাইরে নিকটে কোথাও থাকতে পারেন। এ হল আমার এ স্থানে অবস্থানের কারণ। খলীফা যদি কোন হাবশী লোককেও আমার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন তবুও আমি তাঁর কথা শুনব এবং আনুগত্য করব।

১৩২৫ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ ح وَحَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيْرِ اَنَّ الْاَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى مَلَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْيِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلّٰى فَجَلَسَ اِلٰى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ اِلَيْهِ وَاَنَا لَا اَدْرِيْ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا اُرَى الْقَوْمَ اِلَّا قَدْ كَرِهُوْا الَّذِيْ قُلْتَ قَالَ اِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ لِيْ خَلِيْلِيْ قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيْلُكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتُبْصِرُ اُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَاَنَا اُرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرْسِلُنِيْ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ اِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ وَاِنَّ هٰؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا لَا وَاللّٰهِ لَا اَسْاَلُهُمْ دُنْيَا ، وَلَا اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْقَى اللّٰهَ .

১৩২৫ 'আয়্যাশ ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কুরাইশ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, এমন সময় রুক্ষ চুল, মোটা কাপড় ও খসখসে শরীর বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে সালাম দিয়ে বলল, যারা সম্পদ জমা করে রাখে তাদেরকে এমন গরম পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের ওপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে একটি স্তম্ভের পাশে বসলো। আমিও তাঁর অনুগমন করলাম ও তাঁর কাছে বসলাম। এবং আমি জানতাম না সে কে। আমি তাকে বললাম,আমার মনে হয় যে, আপনার বক্তব্য লোকেরা পসন্দ করেনি। তিনি বললেন, তারা কিছুই বুঝে না। কথাটি আমাকে আমার বন্ধু বলেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার বন্ধু কে? সে বলল, তিনি হলেন নবী ﷺ। [রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন] হে আবূ যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখেছ? তিনি বলেন, তখন আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দিনের কতটুকু অংশ বাকি রয়েছে। আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠাবেন। আমি জওয়াবে বললাম, জী-হাঁ। তিনি বললেন ঃ

banglainternet.com

তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যতীত উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণস্তূপ আমার কাছে আসুক আর আমি সেগুলো দান করে দেই তাও আমি নিজের জন্য পসন্দ করি না। [আবূ যার (রা) বলেন] তারা তো বুঝে না, তারা শুধু দুনিয়ার সম্পদই একত্রিত করছে। আল্লাহর কসম, না! না! আমি তাদের নিকট দুনিয়ার কোন সম্পদ চাই না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত দীন সম্পর্কেও তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবো না।

٨٨٦ بَابُ اِنْفَاقِ الْمَالِ فِيْ حَقِّهِ .

৮৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করা

١٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِي اثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

১৩২৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... ইবন মাস'উদ (রা)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কেবল মাত্র দু'ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে তা ব্যয় করার মত ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যান্যকে তা শিক্ষা দেন।

٨٨٧ : بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى اِلٰى قَوْلِهِ الْكٰفِرِيْنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيْدٌ وَالطَّلُّ النَّدٰى

৮৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা প্রদানে রিয়া (লোক দেখানো)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমাদের দানকে নিষ্ফল করো না, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (২ ঃ ২৬৪) ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, صَلْدًا মসৃণ পাথর, ইকরিমা (র) বলেন, وَابِلٌ প্রবল বৃষ্টি, اَلطَّلُّ কুয়াশা

٨٨٨ : بَابُ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ وَلاَ يَقْبَلُ اِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ .

banglainternet.com

৮৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ খিয়ানত-এর মাল থেকে আদায়কৃত সাদকা আল্লাহ কবূল করেন না এবং হালাল উপার্জন থেকে আদায়কৃত সাদকাই কবূল করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ যে দানের

পর ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। (২ ঃ ২৬৩)

٨٨٩ بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৮৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ হালাল উপার্জন থেকে সাদকা

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী ঃ আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও সাদকা বর্ধিত করেন, আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ ঃ ২৭৬-২৭৭)

١٣٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ وَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর কুদরতী ডান হাত দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। সুলায়মান (র) ইবন দীনার (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'আবদুর রহমান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং ওয়ারকা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এবং মুসলিম ইবন আবূ মারয়াম, যায়দ ইবন আসলাম ও সুহায়ল (র) আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

banglainternet.com

٨٩٠ بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ.

৮৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ফেরত দেয়ার পূর্বেই সাদকা করা

١٣٢٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهُ يَاْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِيْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا .

১৩২৮ আদম (র)... হারিসা ইবন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদকা কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ আপন সাদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (যাকে দাতা দেওয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

١٣٢٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يَهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهٗ وَحَتّٰى يَعْرِضَهٗ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهٗ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ .

১৩২৯ আবুল ইয়ামান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে উপচে না পড়বে, এমনকি সম্পদের মালিকগণ তার সাদকা কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যাকেই দান করতে চাইবে সে-ই বলবে, প্রয়োজন নেই।

١٣٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ اَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهٗ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا يَشْكُوْ الْعَيْلَةَ وَالْاٰخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَاِنَّهٗ لاَ يَاْتِيْ عَلَيْكَ اِلاَّ قَلِيْلٌ حَتّٰى تَخْرُجَ الْعِيْرُ اِلٰى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ وَاَمَّا الْعَيْلَةُ فَاِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُوْمُ حَتّٰى يَطُوْفَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهٖ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهٗ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهٗ اَلَمْ اُوْتِكَ مَالاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ

banglainternet.com

النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى اِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

১৩৩০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দু' জন সাহাবী আসলেন, তাদের একজন দারিদ্র্যের অভিযোগ করছিলেন আর অপরজন রাহাজানির অভিযোগ করছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ রাহাজানির অবস্থা এই যে, কিছু দিন পর এমন সময় আসবে যখন কাফেলা মক্কা পর্যন্ত বিনা পাহারায় পৌঁছে যাবে। আর দারিদ্র্যের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ সাদকা নিয়ে ঘোরাফিরা করবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তারপর (বিচার দিবসে) আল্লাহর নিকট তোমাদের কেউ এমনভাবে খাড়া হবে যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না বা কোন ব্যাখ্যাকারী দোভাষীও থাকবে না। এরপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে হাঁ, তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সাদকা) দিয়ে হলেও যেন আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায় তবে যেন উত্তম কথা দিয়ে হলেও।

١٣٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ اِمْرَاَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

১৩৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (রা).. আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের উপর অবশ্যই এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সাদকার সোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু একজন গ্রহীতাও পাবে না। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অনুগমন করবে এবং তার আশ্রয়ে আশ্রিতা হবে।

٨٩١ بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيْلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اِلَى قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .

৮৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সাদকা করে হলেও। আল্লাহর বাণী ঃ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও নিজেদের আত্মার দৃঢ়তার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান ..... এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে। (২ ঃ ২৬৫–৬৬)

banglainternet.com

١٣٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا مُرَائِيْ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا فَنَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ الْاٰيَةَ .

১৩৩২ আবূ কুদামা উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... আবূ মাস'উদ (রা)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। এক ব্যক্তি এসে প্রচুর মাল সাদকা করলো। তারা (মুনাফিকরা) বলতে লাগল, এ ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করেছে, আর এক ব্যক্তি এসে এক সা' পরিমাণ দান করলে তারা বললো, আল্লাহ তো এ ব্যক্তির এক সা' থেকে অমুখাপেক্ষী। এ প্রসংগে অবতীর্ণ হয় ঃ মু'মিনগণের মধ্যে যারা নিজ ইচ্ছায় সাদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে..... । (৯ ঃ ৭৯)

١٣٣٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ اَحَدُنَا اِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَاِنَّ لِبَعْضِهِمِ الْيَوْمَ لَمِائَةَ اَلْفٍ .

১৩৩৩ সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)... আবূ মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকা করতে আদেশ করলেন তখন আমাদের কেউ বাজারে গিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করে মুদ পরিমাণ অর্জন করত (এবং তা থেকেই সাদকা করত) অথচ আজ তাদের কেউ লক্ষপতি।

١٣٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১৩৩৪ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সাদকা করে হলেও।

١٣٣٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَاَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ

banglainternet.com

فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩৩৫ বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সংগে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন ঃ যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় তবে সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে।

٨٩٢ بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيْحِ الصَّحِيْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْاٰيَةَ وَقَوْلِهِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ الاية.

৮৯২. পরিচ্ছেদ ঃ সুস্থ কৃপণের সাদকা দেওয়ার ফযীলত। এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণী ঃ আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে..... শেষ পর্যন্ত। (৬৩ ঃ ১০) আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না..... শেষ পর্যন্ত। (২ ঃ ২৫৪)

١٣٣٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

১৩৩৬ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সাদকার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি ﷺ বললেন ঃ কৃপণ অবস্থায় তোমার সাদকা করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশংকা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সাদকা করতে দেরী করবে না। অবশেষে যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য একটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে যাচ্ছে।

banglainternet.com

৮৯৩. পরিচ্ছেদ ٨٩٣ بَابٌ

١٣٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ .

১৩৩৭ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন নবী-সহধর্মিণী নবী ﷺ-কে বললেন, আমাদের মধ্য থেকে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘতর। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির সাহায্যে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সাওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে দীর্ঘতর বলে প্রমাণিত হল। পরে আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে, সাদকার আধিক্য তাঁর হাত দীর্ঘ করে দিয়েছিল। আমাদের মাঝে তিনিই সবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হন। তিনি সাদ্‌কা করা ভালবাসতেন।[১]

٨٩٤ بَابُ صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ وَقَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

৮৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রকাশ্যে সাদকা করা। আল্লাহর বাণী ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ ঃ ২৭৪)

٨٩٥ بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَقَوْلُهُ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

৮৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ গোপনে সাদকা করা

আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি গোপনে সাদকা করলো এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি। এবং আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা যদি প্রকাশ্যে সাদকা কর তবে তা ভাল আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপমোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত। (২ ঃ ২৭১)

banglainternet.com

১. নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে হযরত যায়নব (রা) সবার আগে ইন্তেকাল করেন।

٨٩٦ بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ .

৮৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাদাতা অজান্তে (ফকীর মনে করে) কোন ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দিলে

١٣٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১৩৩৮ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। এতে সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌছল! আমি অবশ্যই সাদকা করব। এরপর সে সাদকা নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগলো, ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়লো! পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সাদকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা হতে বিরত থাকবে, তোমার সাদকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যক্তি তোমার সাদকা পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে সাদকা করবে।

٨٩٧ بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

৮৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ অজান্তে কেউ তার পুত্রকে সাদকা দিলে

banglainternet.com

١٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ

قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صـ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

১৩৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... মা'ন ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, আমার পিতা (ইয়াযীদ) ও আমার দাদা (আখনাস) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করলাম। তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। আমি তাঁর কাছে (একটি বিষয়ে) বিচার প্রার্থী হই। তা হলো, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু স্বর্ণমুদ্রা সাদকা করার নিয়্যাতে মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রেখে (তাকে তা বিতরণ করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে) আসেন। আমি সে ব্যক্তির নিকট থেকে তা গ্রহণ করে পিতার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যে নিয়্যাত করেছ, তা তুমি পাবে আর হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।[১]

৮৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা ডান হাতে প্রদান করা

٨٩٨ بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ .

١٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

১৩৪০ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ্ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১। ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২। যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। ৩। যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। ৪। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। ৫। এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহবান জানিয়েছে। তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬। যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। ৭। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।

banglainternet.com

১. এখানে সাদকা দ্বারা নফল সাদকা উদ্দেশ্য। আলিমগণের সর্বসম্মত মত, পিতা নিজ সন্তানকে যাকাত দিলে তা আদায় হয় না। (আইনী, ৮ম খণ্ড)

١٣٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَاْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا .

১৩৪১ 'আলী ইব্ন জা'দ (র)... হারিসা ইব্ন ওহব খুযা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদকা কর। কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সাদকার মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তখন গ্রহীতা বলবে, গতকাল নিয়ে এলে অবশ্যই গ্রহণ করতাম কিন্তু আজ এর কোন প্রয়োজন আমার নেই।

٨٩٩ بَابُ مَنْ اَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

৮৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে সাদকা না দিয়ে খাদেমকে তা দিয়ে দেওয়ার আদেশ করে। আবূ মূসা (আশ্'আরী) (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, সাদকার আদেশদাতার ন্যায় খাদেমও সাদকাকারী হিসাবে গণ্য

١٣٤٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৪২ 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি তার ঘর থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে খাদ্যদ্রব্য সাদকা করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব পাবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্যজনের সওয়াবে কোন কম হবে না।

٩٠٠ بَابٌ لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ اَوْ اَهْلُهُ مُحْتَاجٌ اَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ اَنْ يُتْلِفَ اَمْوَالَ النَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَعْرُوْفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلٰى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَذٰلِكَ اٰثَرَ الْاَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُضَيِّعَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ

banglainternet.com

اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ .

৯০০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত সাদকা না করা। যে ব্যক্তি সাদকা করতে চায়; অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য সাদকা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। এরূপ সাদকা করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই। নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি বিনষ্ট করার ইচ্ছায় অন্যের সম্পদ হস্তগত করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] তবে এ ধরনের ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল বলে পরিচিত হয়, তথা নিজের দারিদ্র্য উপেক্ষা করে অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে সাদকা করতে পারে। যেমন আবূ বাকর (রা)-এর (অমর) কীর্তি, তিনি সমুদয় সম্পদ সাদকা করে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে আনসারী সাহাবাগণ মুহাজির সাহাবাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নবী ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই (ঋণ পরিশোধ না করে) সাদকা করার বাহানায় অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার কোন অধিকার কারো নেই। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্যে সাদকা করে আপন তাওবা সম্পূর্ণ করতে চাই। তিনি বলেন ঃ তোমার কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দিবে। আর এটাই তোমার জন্য শ্রেয়। আমি বললাম, আমি খায়বারে প্রাপ্ত অংশটুকু রেখে দিব।

١٣٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

১৩৪৩ 'আবদান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে, প্রথমে তাদেরকে দিবে।

١٣٤٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهٰذَا .

banglainternet.com

১৩৪৪ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... হাকীম ইবন হিযাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। ওহায়ব (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٣٤٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِىَ السَّائِلَةُ .

১৩৪৫ আবূ নু'মান (র) ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মিম্বরের উপর থাকা অবস্থায় সাদকা করা ও ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকা ও ভিক্ষা করা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন ঃ উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের।

٩٠١ بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا اَعْطَى لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى الاية

৯০১. পরিচ্ছেদ ঃ কিছু দান করে যে বলে বেড়ায়

এ প্রসংগে মহান আল্লাহর বাণী ঃ (তারাই মু'মিন) যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না...। (২ ঃ ২৬২)

٩٠٢ بَابُ مَنْ اَحَبَّ تَعْجِيْلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا .

৯০২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যথাশীঘ্র সাদকা দেওয়া পসন্দ করে

١٣٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ

banglainternet.com

فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ .

১৩৪৬ আবূ 'আসিম (র)... 'উকবা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দেরী না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, তখন তিনি বললেন ঃ ঘরে সাদকার একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পসন্দ করিনি। কাজেই তা বন্টন করে দিয়ে এলাম।

٩٠٣ بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيْهَا .

৯০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও সুপারিশ করা

١٣٤٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ .

১৩৪৭ মুসলিম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বের হলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন। তাদের উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও হাতের কংকন ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

١٣٤٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ اَوْطُلِبَتْ اِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ .

১৩৪৮ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর সওয়াব পাবে, আল্লাহ যেন তাঁর ইচ্ছা তাঁর রাসূলের মুখে চূড়ান্ত করেন।

١٣٤٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوْكِي فَيُوْكٰى عَلَيْكِ .

banglainternet.com

১৩৪৯ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ

তুমি এরূপ করলে তোমার জন্য (আল্লাহর দান) (সম্পদ কমে যাওয়ার আশংকায় সাদকা দেওয়া বন্ধ করবে না) বন্ধ করে দেওয়া হবে।

١٣٥٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ .

১৩৫০ 'উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র)... 'আব্দা (র) থেকে বর্ণিত যে, [পূর্বোক্ত সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন] তুমি (সম্পদ) জমা করে রেখো না, (এরূপ করলে) আল্লাহ তোমার রিযক বন্ধ করে দিবেন।

٩٠٤ بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْمَا اسْتَطَاعَ .

৯০৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাধ্যানুসারে সাদকা করা

١٣٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا جَائَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُوْعِى فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِىْ مَااسْتَطَعْتِ .

১৩৫১ আবূ 'আসিম (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রাহীম (র)... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক সময় নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি সম্পদ জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহ তোমা থেকে তা আটকে রাখবেন। কাজেই সাধ্যানুসারে দান করতে থাক।

٩٠٥ بَابُ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيْئَةَ .

৯০৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয়

١٣٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ اَنَا اَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىٌّ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوْفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ اُرِيْدُ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَاْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَاِنَّهُ اِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ اَبَدًا قَالَ قُلْتُ اَجَلْ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ قَالَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْنَا اَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِىْ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً وَذٰلِكَ اَنِّىْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالاَغَالِيْطِ .

banglainternet.com

১৩৫২ কুতায়বা (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ফিত্না সম্পর্কিত হাদীস স্মরণ রেখেছ? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সে ভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। 'উমর (রা) বললেন, তুমি [রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে] বড় দুঃসাহসী ছিলে, তিনি কী ভাবে বলেছেন (বলত)? তিনি বলেন, আমি বললাম, (হাদীসটি হলো ঃ) মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী নিয়ে ফিত্নায় পতিত হবে আর সালাত, সাদকা ও নেক কাজ সেই ফিতনা মিটিয়ে দিবে। সুলায়মান [অর্থাৎ 'আমাশ (র)] বলেন, আবূ ওয়াইল কোন কোন সময় صَلٰوة (নামায) صَدَقَة (সাদকা) এরপর مَعْرُوْف (সৎকাজ শব্দের স্থলে) اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) বলতেন। 'উমর (রা) বলেন, আমি এ ধরনের ফিতনার কথা জানতে চাইনি, বরং যে ফিত্না সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় প্রবল বেগে ছুটে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জীবনকালে ঐ ফিতনার কোন আশংকা নেই। সেই ফিত্না ও আপনার মাঝে বন্ধ দরজা রয়েছে। 'উমর (রা) প্রশ্ন করলেন, দরজা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে না কি খুলে দেওয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না, বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। 'উমর (রা) বললেন, দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হলে কোন দিন তা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, সত্যই বলেছেন। আবূ ওয়াইল (রা) বলেন, দরজা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এ কথা হুযায়ফা (রা) -এর নিকট প্রশ্ন করে জানতে আমরা কেউ সাহসী হলাম না। তাই প্রশ্ন করতে মাসরূককে অনুরোধ করলাম। মাসরূক (র) হুযায়ফা (রা)-কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিলেন ঃ দরজা হলেন 'উমর (রা)। আমরা বললাম, আপনি দরজা বলে যাকে উদ্দেশ্য করেছেন, 'উমর (রা) কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আগামীকালের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত (তেমনি নিঃসন্দেহে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন)। এর কারণ হলো, আমি তাঁকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছি, যাতে কোন ভুল ছিল না।

٩٠٦ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ .

৯০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক থাকাকালে সাদকা করার পর যে ইসলাম গ্রহণ করে (তার সাদকা কবূল হবে কি না)

١٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ .

banglainternet.com

১৩৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) আমি সাদকা প্রদান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ন্যায় যত কাজ করেছি সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব পাবে)।

٩٠٧ بَابُ : أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ .

৯০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মালিকের আদেশে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত খাদিমের সাদকা করার সওয়াব

١٣٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৫৪ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে বিপর্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাদকা করলে সে সাদকা করার সওয়াব পাবে, উপার্জন করার কারণে স্বামীও এর সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে।

١٣٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ .

১৩৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা' (র)... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী (আপন মালিক কর্তৃক) নির্দেশিত পরিমাণ সাদকার সবটুকুই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সানন্দচিত্তে আদায় করে, কোন কোন সময় তিনি يُنْفِذُ (বাস্তবায়িত করে) শব্দের স্থলে يُعْطِىْ (আদায় করে) শব্দ বলেছেন, সে খাজাঞ্চীও নির্দেশদাতার ন্যায় সাদকাদানকারী হিসাবে গণ্য।

٩٠٨ بَابُ اَجْرِ الْمَرْاَةِ اِذَا تَصَدَّقَتْ اَوْ اَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ .

৯০৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু সাদকা করলে বা কাউকে আহার করালে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে

banglainternet.com

١٣٥٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِيْ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ

১৩৫৬ আদম ও 'উমর ইবন হাফ্স (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু সাদকা করলে বা আহার করালে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে, স্বামীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে। স্বামী উপার্জন করার কারণে আর স্ত্রী দান করার কারণে সওয়াব পাবে।

١٣٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا اَجْرُهَا ، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ

১৩৫৭ ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য সামগ্রী থেকে সাদকা করলে সে এর সওয়াব পাবে। উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

٩٠٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى الاية اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا .

৯০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ যে ব্যক্তি দান করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন (আল্লাহকে ভয়) করে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে.... (৯২ ঃ ৫-৮)। হে আল্লাহ! তার দানে উত্তম প্রতিদান দিন।

١٣٥٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ مُزَرِّدٍ عَنْ اَبِيْ الْحُبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

banglainternet.com

১৩৫৮ ইসমা'ঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিদিন সকালে দু'জন

ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।

٩١٠ بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ .

৯১০. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা দানকারী ও কৃপণের দৃষ্টান্ত

١٣٥٩ حَدَّثَنَا مُوسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ اِلَّا سَبَغَتْ اَوْ وَفَرَتْ عَلٰى جِلْدِهِ حَتّٰى تُخْفِىَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا اِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِى الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُنَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرٌ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ جُنَّتَانِ .

১৩৫৯ মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কৃপণ ও সাদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। অপর সনদে আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও সাদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু'ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে যা তাদের বুক থেকে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও (পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত বর্ম) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন যেন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না। হাসান ইবন মুসলিম (র) তাউস (র) থেকে "فى الجبتين" বর্ণনায় ইবন তাউস (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর হানযালা (র) তাউস (র) থেকে "جنتان" উল্লেখ করেছেন। লায়স (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে "جنتان" (ঢাল) শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٩١١ بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ : اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ .

banglainternet.com

৯১১. পরিচ্ছেদ ঃ উপার্জিত সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্যের সাদ্‌কা। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, তা ব্যয় কর.... আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২ ঃ ২৬৭)

٩١٢ بَابٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ .

৯১২. পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক মুসলিমের সাদ্‌কা করা উচিত। কারো নিকট সাদ্‌কা দেওয়ার মত কিছু না থাকলে সে যেন সৎকাজ করে

١٣٦٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَانَبِيَّ اللّٰهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

১৩৬০ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! কেউ যদি সাদ্‌কা দেওয়ার মত কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে) বললেন ঃ সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সাদকাও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন ঃ কোন বিপদগ্রস্তকে সহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন ঃ এ অবস্থায় সে যেন নেক কাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হবে।

٩١٣ بَابُ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ اَعْطَى شَاةً .

৯১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ও সাদ্‌কা কি পরিমাণ দিতে হবে এবং যে বকরী সাদ্‌কা করে

١٣٦١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ بُعِثَ اِلَى نُسَيْبَةَ الْاَنْصَارِيَةِ بِشَاةٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا اِلَّا مَا اَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১৩৬১ আহমদ ইবন ইউনুস (র).....উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুসায়বা নাম্নী আনসারী মহিলার জন্য একটি বকরী (সাদকা স্বরূপ) পাঠানো হলো। তিনি বকরীর কিছু অংশ 'আয়িশা (রা)-কে (হাদিয়া স্বরূপ) পাঠিয়ে দিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কাছে (আহার্য) কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন,

banglainternet.com

নুসায়বা কর্তৃক প্রেরিত সেই বকরীর গোশত ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন ঃ তাই নিয়ে এসো, কেননা বকরী (সাদকা) যথাস্থানে পৌছে গেছে (সাদকা গ্রহীতার নিকট)।

٩١٤ بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ .

৯১৪. পরিচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত

١٣٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩৬২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ যাওদ (পাঁচটি) উটের কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া-এর কম পরিমাণ রূপার উপর যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসক-এর কম পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সাদকা (উশর/নিসফে উশর) নেই।

١٣٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو سَمِعَ اَبَاهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهٰذَا .

১৩৬৩ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি শুনেছি।

٩١٥ بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِاَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُوْنِيْ بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيْصٍ اَوْ لَبِيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِاَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوْضِ .

৯১৫. পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাত আদায় করা। তাউস (র) বলেন, মু'আয (ইবনে জাবাল) (রা) ইয়ামনবাসীদেরকে বললেন, তোমরা যব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর বা পরিধেয় বস্ত্র আমার কাছে যাকাত স্বরূপ নিয়ে এস। ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদীনায় নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের জন্যও উত্তম। নবী ﷺ বলেন ঃ খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর ব্যাপার

banglainternet.com

হলো এই যে, সে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। (মহিলাদের লক্ষ্য করে) নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের অলংকার থেকে হলেও সাদকা কর। [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] নবী ﷺ পণ্যদ্রব্যের যাকাত সেই পণ্য দ্বারাই আদায় করতে হবে এমন নির্দিষ্ট করে দেননি। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও গলার হার খুলে দিতে আরম্ভ করলেন, [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] সোনা ও রূপার বিষয়টি পণ্যদ্রব্য থেকে পৃথক করেননি (বরং উভয় প্রকারেই যাকাত স্বরূপ গ্রহণ করা হতো)।

١٣٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ .

১৩৬৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) আনাস (রা)-এর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন সে সম্পর্কে লিখে জানালেন, যে ব্যক্তির উপর যাকাত হিসাবে বিনত্ মাখায[১] ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং বিনত্ লাবূন[২] রয়েছে, তা হলে তা-ই (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হবে। এ অবস্থায় যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। আর যদি বিনত্ মাখায না থাকে বরং ইব্ন লাবূন থাকে তা হলে তা-ই গ্রহণ করা হবে। এমতাবস্থায় আদায়কারীর যাকাতদাতাকে কিছু দিতে হবে না।

١٣٦٥ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ وَاَشَارَ اَيُّوْبُ اِلٰى اُذُنِهِ وَاِلٰى حَلْقِهِ .

১৩৬৫ মুআম্মাল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্‌বা প্রদানের পূর্বেই (ঈদের) সালাত আদায় করেন, এরপর বুঝতে পারলেন যে, (সকলের পিছনে থাকা বিধায়) মহিলাগণকে খুত্‌বার আওয়াজ পৌছাতে পারেননি। তাই তিনি মহিলাগণের নিকট আসলেন, তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। তিনি একখণ্ড বস্ত্র প্রসারিত করে ধরলেন। নবী ﷺ তাদেরকে উপদেশ দিলেন ও সাদকা করতে আদেশ করলেন। তখন মহিলাগণ তাদের (অলংকারাদি) ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

banglainternet.com

১. বিনত মাখায ঃ যে উটের এক বছর পূর্ণ হয়েছে।
২. বিনত লাবূন ঃ যে উটের দু'বছর পূর্ণ হয়েছে।

(রাবী) আইয়ূব (র) তার কান ও গলার দিকে ইংগিত করে (মহিলাগণের অলংকারাদি দান করার বিষয়) দেখালেন।

٩١٦ بَابٌ لاَيُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ .

৯১৬. পরিচ্ছেদ ঃ পৃথকগুলো একত্রিত করা যাবে না। আর একত্রিতগুলো পৃথক করা যাবে না। সালিম (র) থেকে ইব্ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنْ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

১৩৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান, যাকাত-এর (পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার) আশংকায় পৃথক (প্রাণী)-গুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে পৃথক করা যাবে না।

٩١٧ بَابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ اِذَا عَلِمَ الْخَلِيْطَانِ اَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا ، وَقَالَ سُفْيَانُ لاَ تَجِبُ حَتّٰى يَتِمَّ لِهٰذَا اَرْبَعُوْنَ شَاةً وَلِهٰذَا اَرْبَعُوْنَ شَاةً .

৯১৭. পরিচ্ছেদ ঃ দুই অংশীদার (এর একজনের নিকট থেকে সমুদয় মালের যাকাত উসুল করা হলে) একজন অপরজন থেকে তার প্রাপ্য অংশ আদায় করে নিবে। তাউস ও 'আতা (র) বলেন, প্রত্যেক অংশীদার যদি নিজের মালের পরিচয় করতে সমর্থ হয়, তা হলে (যাকাতের ক্ষেত্রে) তাদের মাল একত্রিত করা হবে না। সুফিয়ান (সাওরী) (র) বলেন, (দুই অংশীদারের) প্রত্যেকের বকরীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।

١٣٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

banglainternet.com

১৩৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন আবূ বাক্‌র (রা) তা তাকে লিখে জানালেন, এক অংশীদার অপর অংশীদারের নিকট থেকে তার প্রাপ্য আদায় করে নিবে।

٩١٨ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৯১৮. পরিচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত। আবূ বাক্‌র, আবূ যার ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন

١٣٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَاْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

১৩৬৮ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমার তো বড় সাহস! হিজরতের ব্যাপারটি কঠিন, বরং যাকাত দেওয়ার মত তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ, আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সাগরের ওপারে হলেও (যেখানেই থাক) তুমি আমল করবে। তোমার সামান্যতম আমলও আল্লাহ নষ্ট করবেন না।

٩١٩ بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ.

৯১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যার উপর বিন্‌ত মাখায যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে অথচ তার কাছে তা নেই

١٣٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ

banglainternet.com

الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِى شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা লিখে পাঠান ঃ যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত হিসাবে জাযা'আ[১] ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে জাযা'আ নেই বরং তার নিকট হিক্কা রয়েছে, তখন হিক্কা[২] গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হলে (পরিপূরকরূপে) দু'টি বকরী দিবে, অথবা বিশটি দিরহাম দিবে। আর যার উপর যাকাত হিসাবে হিক্কা ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্কা নেই বরং জাযা'আ রয়েছে, তখন তার থেকে জাযা'আ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত উসূলকারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। যার উপর হিক্কা ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট বিনত্ লাবূন রয়েছে, তখন বিনতে লাবূনই গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দু'টি বকরী বা বিশটি দিরহাম দিবে। আর যার ওপর বিনত লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে হিক্কা রয়েছে, তখন তার থেকে হিক্কা গ্রহণ করা হবে এবং আদায়কারী মালিককে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। আর যার ওপর বিনত্ লাবূন ফরয হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই বরং বিনত্ মাখায রয়েছে, তবে তাই গ্রহণ করা হবে, অবশ্য মালিক বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে।

٩٢٠ بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ .

৯২০. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাত

١٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِىْ اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ اِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى ، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ اِلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى ، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَاَرْبَعِيْنَ اِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ اِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ يَعْنِى

banglainternet.com

১. জাযা'আ ঃ যে উটের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছে।
২. হিক্কা ঃ যে উটের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়েছে।

سِتًّا وَسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ ، فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْاِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ ، وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شَاةٍ، فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

১৩৭৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসান্না আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাঁকে বাহরাইন পাঠানোর সময় এই বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন ঃ

'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটাই যাকাতের নিসাব–যা নির্ধারণ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের প্রতি এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে বেশী চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চাইতে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিন্‌ত মাখায (এক বছর বয়স্কা উষ্ট্র শাবক)। ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদী বিন্‌ত লাবূন (দু' বছর বয়স্কা উটের শাবক)। ছয়চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ষাঁড়ের পালযোগ্য একটি হিক্কা (তিন বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উট), একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আ (চার বছর পূর্ণ দাঁতাল উট), ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দু'টি বিন্‌ত লাবূন, একানব্বইটি থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত ষাঁড়ের পালযোগ্য দুইটি হিক্কা। সংখ্যায় একশ' বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিন্‌ত লাবূন এবং (অতিরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কা। যার চারটির বেশী উট নেই, সেগুলোর উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচে পৌছে তখন একটি বকরী ওয়াজিব। আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে ঃ সায়েমা বকরী চল্লিশটি থেকে একশ একুশটি পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশী হলে দু'শটি পর্যন্ত দু'টি বকরী। দু'শর অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী। তিনশ'র অধিক হলে প্রতি এক শ'-তে একটি করে বকরী। কারো সায়েমা বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে। রূপার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। একশ নব্বই দিরহাম হলে তার যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দান করলে করতে পারে।

٩٢١ بَابُ لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ .

banglainternet.com

৯২১. পরিচ্ছেদ ঃ অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হবে না, তবে উসূলকারী যা ইচ্ছা করেন

١٣٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ اِلَّا مَاشَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৭১ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান তাতে রয়েছে ঃ অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, তবে উসূলকারী যা ইচ্ছা করেন।

٩٢٢ بَابُ اَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ .

৯২২. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর (চার মাস বয়সের মাদী) বাচ্চা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা

١٣٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

১৩৭২ আবুল ইয়ামান ও লায়স (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি (যাকাতের) ঐ রূপ একটি ছাগল ছানাও দিতে অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যাকাত না দেওয়ার কারণে আমি লড়াই করব। উমর (রা) বলেন, আমি স্পষ্ট বুঝেছি যে, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ আবূ বকরের হৃদয় খুলে দিয়েছেন, তাই বুঝলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

٩٢٣ بَابُ لَاتُؤْخَذُ كَرَائِمُ اَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ .

৯২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম মাল নেওয়া হবে না

١٣٧٣ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ فَاِذَا عَرَفُوْا

banglainternet.com

اللّٰهُ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوٰتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ .

১৩৭৩ উমায়্যা ইব্ন বিসতাম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মু'আয (ইব্ন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে পাঠান, তখন বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাব লোকদের কাছে যাচ্ছ। কাজেই প্রথমে তাদের আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। যখন তারা তা'আ এর অনুসরণ করবে তখন তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

٩٢٤ بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ .

৯২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ .

১৩৭৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওসাক-এর কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপার যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই।

٩٢٥ بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللّٰهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ وَيُقَالُ جُؤَارٌ يَجْاَرُوْنَ يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْاَرُ الْبَقَرَةُ .

৯২৫. পরিচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত। আবূ হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই সে লোকদের চিনতে পারব, যে হাশরের দিন হাম্বা হাম্বা চিৎকাররত গাভী নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। বলা হয়, خُوَارٌ শব্দের স্থলে جُؤَارٌ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে تَجْاَرُوْنَ মানে গরু যেমন চিৎকার করে, তারা তেমন চিৎকার করবে। (দ্র. সূরা মু'মিনুন ঃ ৬৪)

banglainternet.com

١٣٧٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَوْ وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ اَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهٗ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلَّا اُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَاَسْمَنَهٗ تَطَؤُهٗ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهٗ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৩৭৫ 'উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) কসম সেই সত্তার, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অথবা অন্য কোন শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটি ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এরূপ চলতে থাকবে। হাদীসটি বুকায়র (র) আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٩٢٦ بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْاَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَهٗ اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ .

৯২৬. পরিচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া
নবী ﷺ বলেন ঃ এরূপ দাতার দ্বিগুণ সাওয়াব। আত্মীয়কে দান করার সওয়াব এবং যাকাত দেওয়ার সওয়াব

١٣٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهٗ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهٖ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِىْ عَمِّهٖ تَابَعَهٗ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ بِالْيَاءِ .

banglainternet.com

১৩৭৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা (রা) সবচাইতে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না (৩ ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ বলছেন ঃ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপন জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আবূ তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। রাবী রাওহ (র) رَابِحٌ শব্দে আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর রাবী ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) ও ইসমা'ঈল (র) মালিক (র) থেকে رَابِحٌ শব্দ বলেছেন।

١٣٧٧ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى . ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَاَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوْا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّيْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ اِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَاَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ تَسْتَاْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ اَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيْلَ امْرَاَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوْا لَهَا فَاُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِيْ حُلِيٌّ لِيْ فَاَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ وَوَلَدَهُ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ .

১৩৭৭ ইবন আবূ মারয়াম (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিত্‌র দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। পরে লোকদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের সাদকা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন আর বললেন ঃ লোক সকল! তোমরা সাদকা দিবে। তারপর

banglainternet.com

মহিলাগণের নিকট গিয়ে বললেন ঃ মহিলাগণ! তোমরা সাদকা দাও। আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। হে মহিলাগণ! জ্ঞান ও দীনে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের মত কাউকে দেখিনি। যখন তিনি ফিরে এসে ঘরে পৌছলেন, তখন ইবন মাস'উদ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যায়নাব এসেছেন। তিনি বললেন, কোন্ যায়নাব? বলা হলো, ইব্ন মাস'উদের স্ত্রী। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাকে আসতে দাও। তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ আজ আপনি সাদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা সাদকা করব ইচ্ছা করেছি। ইব্ন মাস'উদ (রা) মনে করেন, আমার এ সাদকায় তাঁর এবং তাঁর সন্তানদেরই হক বেশী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবন মাস'উদ (রা) ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ সাদকায় অধিক হক্‌দার।

٩٢٧ بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

৯২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমের উপর তার ঘোড়ার কোন যাকাত নেই

١٢٧٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ .

১৩৭৮ আদম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের উপর তার ঘোড়া ও গোলামের কোন যাকাত নেই।

٩٢٨ بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .

৯২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমের উপর তার গোলামের যাকাত নেই

١٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِيْ عَبْدِهِ وَلَا فِيْ فَرَسِهِ .

১৩৭৯ মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের উপর তার গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

banglainternet.com

٩٢٩ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامٰى .

৯২৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে সাদকা দেওয়া

١٣٨٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَيَاْتِىْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَاشَاْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ فَرَاَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ وَكَاَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ اِنَّهُ لَايَاْتِىْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلَّا اٰكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اِسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاِنَّهُ مَنْ يَاْخُذْهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৮০ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন ঃ আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশংকা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী ﷺ নিরব রইলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কি হয়েছে? তুমি নবী ﷺ-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চরে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নবী ﷺ যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। কিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

٩٣٠ بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْاَيْتَامِ فِى الْحَجْرِ قَالَهُ اَبُوْسَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

banglainternet.com

৯৩০. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী ও পোষ্য ইয়াতীমকে যাকাত দেওয়া। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে আবূ সা'ঈদ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন

١٣٨١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لاِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُجْزِىءُ عَنِّىْ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى اَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِىْ اَنْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِىْ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ ﷺ اَيُجْزِىءُ عَنِّىْ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ لِىْ فِىْ حَجْرِىْ وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৮১ 'উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত; (রাবী আ'মাশ (র) বলেন,) আমি ইবরাহীম (র)-এর সাথে এ হাদীসের আলোচনা করলে তিনি আবূ 'উবায়দা সূত্রে 'আমর ইব্ন হারিস (র)-এর মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে হুবহু বর্ণনা করেন। তিনি [যায়নাব (রা)] বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। তখন নবী ﷺ-কে দেখলাম তিনি বলছেন ঃ তোমরা সাদকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। যায়নাব (রা) 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর পোষ্য ইয়াতীমের প্রতি খরচ করতেন। তখন তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জেনে এসো যে, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি খরচ করলে আমার পক্ষ থেকে সাদকা আদায় হবে কি? তিনি [ইব্ন মাস'উদ (রা)] বললেন, বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এসো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। তখন বিলাল (রা)-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করুন, স্বামী ও আপন (পোষ্য) ইয়াতীমের প্রতি সাদকা করলে কি আমার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে? এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তারা কে? বিলাল (রা) বললেন, যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ যায়নাব? তিনি উত্তর দিলেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী। নবী ﷺ বললেন ঃ তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে, আত্মীয়কে দেওয়ার সাওয়াব আর সাদকা দেওয়ার সাওয়াব।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِىَ اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلَى بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ فَقَالَ اَنْفِقِىْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

banglainternet.com

১৩৮২ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার স্বামী) আবূ সালমার সন্তান, যারা আমারও সন্তান, তাদের প্রতি ব্যয় করলে আমার সাওয়াব হবে কি? তিনি বললেন ঃ তাদের প্রতি ব্যয় কর। তাদের প্রতি ব্যয় করার সাওয়াব তুমি অবশ্যই পাবে।

٩٣١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِيْ فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ اِذَا اشْتَرَى اَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِيْ فِي الْمُجَاهِدِيْنَ وَالَّذِيْ لَمْ يَحُجَّ . ثُمَّ تَلاَ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ الاٰيَةَ . فِيْ اَيِّهَا اُعْطِيَتْ اَجْزَاَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ خَالِدًا اِحْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ لاَسٍ حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ .

৯৩১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য ও আল্লাহর পথে (৯ ঃ ৬০)। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিজের মালের যাকাত দ্বারা দাস মুক্ত করবে এবং হজ্জ আদায়কারীকে দিবে। হাসান (বসরী) (র) বলেন, কেউ যাকাতের অর্থ দিয়ে তার পিতাকে ক্রয় করলে তা জায়েয হবে। আর মুজাহিদীন এবং যে হজ্জ করেনি (তাকে হজ্জ করার জন্য) তাদেরও (যাকাত) দিবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন (আল্লাহর বাণী ঃ) যাকাত পাবে দরিদ্রগণ.... (৯ ঃ ৬০)। এর যে কোন খাতে দিলেই যাকাত আদায় হবে। নবী ﷺ বলেন ঃ খালিদ (ইব্‌ন ওয়ালিদ) (রা) তার বর্মসমূহ জিহাদের কাজে আবদ্ধ রেখেছেন। আবূ লাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের হজ্জ আদায় করার জন্য বাহনরূপে যাকাতের উট দেন।

١٣٨٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدْ اِحْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . تَابَعَهُ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ عَنِ الْاَعْرَجِ مِثْلَهُ .

১৩৮৩ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, ইব্‌ন জামীল, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে। নবী ﷺ বললেন ঃ ইব্‌ন জামীলের যাকাত না দেওয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু

banglainternet.com

নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রাসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে। আর 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) তো আল্লাহর রাসূলের চাচা। তাঁর যাকাত তাঁর জন্য সাদকা এবং সমপরিমাণও তার জন্য সাদকা। ইব্‌ন আবুয্ যিনাদ (র) তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'আইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর ইব্‌ন ইসহাক (র) আবুয্ যিনাদ (র) থেকে হাদীসের শেষাংশে 'সাদকা' শব্দের উল্লেখ করেন নি। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, আ'রাজ (র) থেকে অনুরূপ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।

٩٣٢ بَابُ الْاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْئَلَةِ .

৯৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যাচনা থেকে বিরত থাকা

١٣٨٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৮৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে, যে যাচনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।

١٣٨٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْتِيَ رَجُلًا فَيَسْاَلَهُ اَعْطَاهُ اَوْمَنَعَهُ .

১৩৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে যাচনা করার চাইতে অনেক ভাল, চাই সে দিক বা না দিক।

banglainternet.com

١٣٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَاْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ .

১৩৮৬ মূসা (র)... যুবাইর ইবন 'আওয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচনা করার অপমান থেকে) রক্ষা করেন, তা মানুষের কাছে সাওয়াল করার চাইতে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।

١٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْعُوْ حَكِيْمًا اِلَى الْعَطَاءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى حَكِيْمٍ اَنِّيْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّيَ .

১৩৮৭ 'আবদান (র)... হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। তারপর বললেন ঃ হে হাকীম, এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ছাড়া) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সাওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করব না। এরপর আবূ বকর (রা) হাকীম (রা)-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর 'উমর (রা) (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 'উমর (রা) বললেন, মুসলিমগণ! হাকীম (র)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর কাছে এই গনীমত থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ

banglainternet.com

করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যই) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হাকীম (রা) মৃত্যু পর্যন্ত কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন নি।

٩٢٢ بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ·

৯৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকে আল্লাহ সাওয়াল ও অন্তরের লোভ ছাড়া কিছু দান করেন। (আল্লাহ্‌র বাণী) তাদের (ধনীদের) সম্পদে হক রয়েছে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের (৫১ ঃ ১৯)

١٣٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ·

১৩৮৮ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ তা গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরের লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি যাচনাকারীও নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না।

٩٢٤ بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا ·

৯৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে মানুষের কাছে সাওয়াল করে

١٣٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِآدَمَ ، ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللّٰهِ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِيْ حَتّٰى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ، وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْئَلَةِ

banglainternet.com

১৩৮৯ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চাইতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশ্‌ত থাকবে না। তিনি আরো বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য তাদের অতি কাছে আসবে, এমনকি ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছবে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন তারা সাহায্য চাইবে আদম ('আ)-এর কাছে, তারপর মূসা ('আ)-এর কাছে, তারপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে। 'আবদুল্লাহ (র) ইয়াস (র)-এর মাধ্যমে ইবন আবূ জা'ফর (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি যেতে যেতে জান্নাতের ফটকের কড়া ধরবেন। সেদিন আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন। হাশরের ময়দানে সমবেত সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে। রাবী মু'আল্লা (র).... ইবন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যাচনা করা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٩٣٥ بابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا وَكَمِ الْغِنٰى وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ اِلٰى قَوْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ .

৯৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না। (২ ঃ ২৭৩) আর ধনী হওয়ার পরিমাণ কত? নবী ﷺ-এর বাণী এবং এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার কাছে নেই, যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারবে। (আল্লাহ বলেন) তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না, (তারা) যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে ধারণা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ ঃ ২৭৩)

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِيْ اَوْ لَا يَسْئَلُ النَّاسَ اِلْحَافًا .

১৩৯০ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয়, যাকে এক দু' লোকমা ফিরিয়ে দেয় (যথেষ্ট হয়) বরং সে-ই প্রকৃত মিসকীন যার কোন সম্পদ নেই, অথচ সে (চাইতে) লজ্জাবোধ করে অথবা লোকদেরকে আঁকড়ে ধরে সাওয়াল করে না।

١٣٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ اَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .

banglainternet.com

১৩৯১ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র)-এর কাতিব (একান্ত সচিব) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালেন যে, নবী ﷺ-এর কাছ থেকে আপনি যা শুনেছেন তার কিছু আমাকে লিখে জানান। তিনি তাঁর কাছে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, (১) অনর্থক কথাবার্তা, (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক সাওয়াল করা।

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُمْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا اَوْ قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتَ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا اَوْ قَالَ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتَ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا اَوْ قَالَ مُسْلِمًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنِّيْ لاُعْطِيْ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ . وَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِيْ وَكَتِفِيْ ثُمَّ قَالَ اَقْبِلْ اَيْ سَعْدُ اِنِّيْ لاُعْطِيْ الرَّجُلَ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فَكُبْكِبُوْا قُلِبُوْا مُكِبًّا اَكَبَّ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى اَحَدٍ فَاِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَبْتُهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَبْتُهُ اَنَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ هُوَاَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ اَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ .

১৩৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন গুরাইর যুহরী (র)... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমি তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না। অথচ সে ছিল আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আমি তো তাকে অবশ্য মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন ঃ বরং মুসলিম (বল)। সা'দ (রা) বলেন, এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন ঃ বরং মুসলিম। এবারও কিছুক্ষণ নিরব রইলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। নবী ﷺ বললেন ঃ অথবা মুসলিম! এভাবে তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি একজনকে দিয়ে থাকি অথচ অন্য ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এই আশঙ্কায় যে, তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর সনদে ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে এভাবে বলতে শুনেছি, তিনি

banglainternet.com

হাদীসটি বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধে হাত রাখলেন, এরপর বললেন, হে সা'দ! অগ্রসর হও। আমি তো এক ব্যক্তিকে দিয়ে থাকি....। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, فَكُبْكِبُوْا অর্থ উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। مُكِبًّا আরবী বাগধারা অনুসারে اَكَبَّ الرَّجُلُ থেকে গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ কর্তার কর্ম যখন কারো প্রতি না বর্তায় তখনই এরূপ বলা হয়ে থাকে। আর যদি কর্ম কারোর উপর বর্তায়, তখন বলা হয় كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهِ ও كَبَبْتُهُ اَنَا আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, সালিহ ইবন কায়সান (র) যুহরী (র) থেকে বয়সে বড় ছিলেন এবং তিনি ইবন 'উমর (রা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

١٣٩٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْاَلُ النَّاسَ .

১৩৯৩ ইসমা'ঈল ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু' লুকমা অথবা এক-দু'টি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাচনা করে বেড়ায় না।

١٣٩٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ اَحْسِبُهُ قَالَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَاْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ

১৩৯৪ 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে সকালবেলা বের হয়, (রাবী বলেন) আমার ধারণা যে, তিনি বলেছেন, পাহাড়ের দিকে, তারপর লাকড়ী সংগ্রহ করে এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং দানও করে, তা তার পক্ষে লোকের কাছে যাচনা করার চাইতে উত্তম।

٩٣٦ بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ .

৯৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের পরিমাণ আন্দাজ করা

١٣٩٥ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِي الْقُرٰى اِذَا امْرَاَةٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اُخْرُصُوْا وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا اَحْصِيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا اَتَيْنَا

banglainternet.com

قَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُوْمَنَّ اَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَاَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ وَاَهْدَى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ ، فَلَمَّا اَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْاَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ اِبْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَاٰى اُحُدًا قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ سَاعِدَةَ اَوْ دُوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيْقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ حَدِيْقَةٌ . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ .

১৩৯৫ সাহল ইব্ন বাক্কার (র)... আবূ হুমাইদ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে শরীক হয়েছি। যখন তিনি ওয়াদিল কুরা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন এক মহিলা তার নিজের বাগানে উপস্থিত ছিল। নবী ﷺ সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা এই বাগানের ফলগুলোর পরিমাণ আন্দাজ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দশ ওসাক পরিমাণ আন্দাজ করলেন। তারপর মহিলাকে বললেন ঃ উৎপন্ন ফলের হিসাব রেখো। আমরা তাবূক পৌছলে, তিনি বললেন ঃ সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় হতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে তায় নামক পর্বতে নিক্ষেপ করল। আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নবী ﷺ-এর জন্য একটি সাদা খচ্চর ও চাদর হাদিয়া দিলেন। আর নবী ﷺ তাকে সেখানকার শাসনকর্তারূপে বহাল থাকার লিখিত নির্দেশ দিলেন। (ফেরার পথে) ওয়াদিল কুরা পৌছে সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল হয়েছে? মহিলা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমিত পরিমাণ, দশ ওসাকই হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি দ্রুত মদীনায় পৌছতে ইচ্ছুক। তোমাদের কেউ আমার সাথে দ্রুত যেতে চাইলে জলদী কর। ইব্ন বাক্কার (র) এমন একটি বাক্য বললেন, যার অর্থ, যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বললেন ঃ ইহা ত্বাবা (মদীনার অপর নাম)। এরপর যখন তিনি উহুদ পর্বত দেখতে পেলেন তখন বললেন ঃ এই পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। আনসারদের সর্বোত্তম গোত্রটি সম্পর্কে আমি তোমাদের খবর দিব কি? তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ বনূ নাজ্জার গোত্র, তারপর বনূ 'আবদুল আশহাল গোত্র, এরপর বনূ সা'য়ীদা গোত্র অথবা বনূ হারিস

banglainternet.com

ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র। আনসারদের সকল গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, যে বাগান দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত তাকে বলা হয় حَدِيْقَةٌ এবং যা দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত নয় তাকে حَدِيْقَةٌ বলা হয় না। সাহল ইব্‌ন বাক্কার (র) সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল সূত্রে 'আমর (র) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এরপর বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র, এরপর বনূ সায়িদা গোত্র। এবং সুলায়মান (র)... নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।

٩٣٧ بابُ الْعُشْرُ فِيْمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِيْ وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا .

৯৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির পানি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর 'উশর। 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয (র) মধুর ওপর (উশর) ওয়াজিব মনে করেননি

١٣٩٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا تَفْسِيْرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِيْ هٰذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُوْلَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِيْ عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبْتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ . وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ، وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ .

১৩৯৩ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ছাড়া উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর 'উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ 'উশর। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এই হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, প্রথম হাদীস অর্থাৎ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'উশর বা অর্ধ 'উশর-এর ক্ষেত্র নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি। আর এই হাদীসে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে। রাবী নির্ভরযোগ্য হলে তাঁর বর্ণনায় অন্য সূত্রের বর্ণনা অপেক্ষা বর্ধিত অংশ থাকলে গ্রহণযোগ্য হয় এবং এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা অস্পষ্ট বর্ণনার ফয়সালাকারী হয়। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফাযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ কা'বাগৃহে সালাত আদায় করেন নি। বিলাল (রা) বলেন, তিনি সালাত আদায় করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিলাল (রা)-এর বর্ণনা গৃহীত হয়েছে আর ফাযল (রা)-এর বর্ণনা গৃহীত হয়নি

٩٣٨ بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

৯৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই

١٣٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ .

১৩৯৭ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও যাকাত নেই।

٩٣٩ بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ :

৯৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর সংগ্রহের সময় যাকাত দিতে হবে এবং শিশুকে যাকাতের খেজুর নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে কি?

١٣٩٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا إِبْرٰهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيْءُ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتّٰى يَصِيْرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذٰلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِيْ فِيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ .

১৩৯৮ 'উমর ইবন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আসাদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (সাদকার) খেজুর আনা হতো। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খেজুর স্তূপ হয়ে গেল। হাসান ও হুসাইন (রা) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ থেকে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মদের বংশধর (বনূ হাশিম) সাদকা খায় না।

٩٤٠- بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيْهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيْهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلٰى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ .

banglainternet.com

৯৪০. পরিচ্ছেদ ঃ এমন ফল বা খেজুর গাছ, অথবা (ফসল) সহ জমি, কিংবা শুধু (জমির) ফসল বিক্রয় করা, যেগুলোর উপর যাকাত বা 'উশর ফরয হয়েছে, আর ঐ যাকাত বা 'উশর অন্য ফল বা ফসল দ্বারা আদায় করা বা এমন ফল বিক্রয় করা যেগুলোর উপর সাদকা ফরয হয়নি। নবী ﷺ-এর উক্তি ঃ ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করবে না, কাজেই ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পর কাকেও বিক্রি করতে নিষেধ করেন নি এবং কার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে আর কার উপর ওয়াজিব হবে না, তা নির্দিষ্ট করেন নি।

١٣٩٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ .

১৩৯৯ হাজ্জাজ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খেজুর ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যখন তাঁকে ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন ঃ ফল নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হওয়া।

١٤٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا .

১৪০০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফল ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

١٤٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ .

১৪০১ কুতায়বা (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রং ধরার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এর অর্থ লালচে হওয়া।

٩٤١ بَابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ .

৯৪১. পরিচ্ছেদ ঃ নিজের সাদকাকৃত বস্তু কেনা যায় কি? অন্যের সাদকাকৃত বস্তু ক্রয় করতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী ﷺ বিশেষভাবে সাদকা প্রদানকারীকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যকে নিষেধ করেন নি।

banglainternet.com

١٤٠٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ فَبِذٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ اَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ اِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً .

১৪০২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে, 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর একটি ঘোড়া সাদকা করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় করা হচ্ছে জেনে তিনি নিজেই তা ক্রয় করার ইচ্ছায় নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর মত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না। সে নির্দেশের কারণে ইব্ন 'উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল নিজের দেওয়া সাদকার বস্তু কিনে ফেললে সেটি সাদকা না করে ছাড়তেন না।

١٤٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِيْهِ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ .

১৪০৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য) দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সাদকা ফিরিয়ে নেয় সে যেন আপন বমি পুনঃ গলাধঃকরণ করে।

٩٤٢ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَاٰلِهِ .

৯৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-ও তাঁর বংশধরদের সাদ্কা দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা

١٤٠٤- حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ .

১৪০৪ আদম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইব্ন 'আলী (রা) সাদকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবী ﷺ তা ফেলে দেওয়ার জন্য কাখ্ কাখ্ (ওয়াক ওয়াক) বললেন। তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকা খাই না!

banglainternet.com

٩٤٣ بَابُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَوَالِيْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের আযাদকৃত দাস-দাসীদেরকে সাদকা দেওয়া

١٤٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا .

১৪০৫ সা'দ ইবন 'উফাইর (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) কর্তৃক আযাদকৃত জনৈক দাসীকে সাদকা স্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বললেন ঃ এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা কেবল খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

١٤٠٦- حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَاَرَادَ مَوَالِيْهَا اَنْ يَشْتَرِطُوْا وَلاَئَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ وَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هٰذَا مَاتُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

১৪০৬ আদম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বারীরা নাম্নী দাসীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কিনতে চাইলেন, তার মালিকরা বারীরার "ওয়ালা" (অভিভাবকত্বের অধিকার)-এর শর্ত আরোপ করতে চাইল। 'আয়িশা (রা) (বিষয়টি সম্পর্কে) নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় কর। কারণ যে (তাকে) আযাদ করবে "ওয়ালা" তারই। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একটু গোশত হাযির করা হলো। আমি বললাম ঃ এ বারীরাকে সাদকা স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এ বারীরা'র জন্য সাদকা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

٩٤٤ بَابٌ اِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ .

৯৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকার প্রকৃতি পরিবর্তন হলে

١٤٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ

banglainternet.com

الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا اِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ اِلَيْهَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِيْ بَعَثْتَ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১৪০৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... উম্মে 'আতিয়্যা আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ 'আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ না, তবে আপনি সাদ্‌কা স্বরূপ নুসায়বাকে বকরীর যে গোশত পাঠিয়েছিলেন, সে তার কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল (তা ছাড়া কিছু নেই)। তখন নবী (সা) বললেন ঃ সাদকা তার যথাস্থানে পৌছেছে।

١٤٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৪০৮ ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা)-কে সাদকাকৃত গোশতের কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হল। তিনি বললেন, তা বারীরার জন্য সাদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। আবূ দাউদ (র) বলেন যে, শু'বা (র) কাতাদা (র) সূত্রে আনাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٤٥ بَابُ اَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوْا

৯৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ ধনীদের থেকে সাদকা গ্রহণ করা এবং যে কোন স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা

١٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

banglainternet.com

১৪০৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদ্‌কা (যাকাত) ফরয করেছেন– যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের উত্তম মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে এবং মযলূমের বদদু'আকে ভয় করবে। কেননা, তার (বদদু'আ) এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

٩٤٦ بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

৯৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাদাতার জন্য ইমামের কল্যাণ কামনা ও দু'আ এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন, আপনার দু'আ তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। (৯ ঃ ১০৩)

١٤١٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

১৪১০ হাফ্‌স ইব্ন 'উমর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন যখন নবী ﷺ-এর নিকট নিজেদের সাদকা নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একবার আমার পিতা সাদকা নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবূ আওফা'র বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

٩٤٧ بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ

banglainternet.com

النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ بِاَنْ يُسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَاَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَاَدْخَلَ فِيْهَا اَلْفَ دِيْنَارٍ فَرَمٰى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ اَسْلَفَهُ فَاِذَا بِالْخَشَبَةِ فَاَخَذَهَا لِاَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

৯৪৭ পরিচ্ছেদ ঃ সাগর থেকে সংগৃহীত সম্পদ। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আম্বর রিকায[১] নয়, বরং তা এমন বস্তু সাগর যা তীরে নিক্ষেপ করে। হাসান (র) বলেন, আম্বর ও মতীর ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। অথচ নবী ﷺ রিকাযের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করেছেন। আর যা পানিতে পাওয়া যায় তা রিকায নয়। লাইস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার (কর্জ) চাইলে, সে তাকে তা দিল। সে সাগরপথে যাত্রা করল কিন্তু কোন নৌযান পেল না। তখন একটি কাঠের টুকরা নিয়ে তা ছিদ্র করে এক হাজার দীনার তাতে ভরে তা সাগরে নিক্ষেপ করল। ঋণদাতা সাগর তীরে পৌঁছে একটি কাঠ (ভেসে আসতে) দেখে তার পরিবারের জন্য লাকড়ি হিসাবে নিয়ে আসল। তারপর (রাবী) পুরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। (সবশেষে রয়েছে) কাঠ চেরাই করার পর সে তার প্রাপ্য মাল পেয়ে গেল।

٩٤٨ بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ اِدْرِيْسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَاَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي اَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيْهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ اَرْضِ السِّلْمِ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ وَاِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِي اَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَاِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيْهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِاَنَّهُ يُقَالُ اَرْكَزَ الْمَعْدِنُ اِذَا اُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيْلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ وَرِبِحَ رِبْحًا كَثِيْرًا اَوْكَثُرَ ثَمَرُهُ اَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَهُ قَالَ لاَ بَاْسَ اَنْ يَكْتُمَهُ وَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ

৯৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। ইমাম মালিক ও ইব্ন ইদ্‌রীস (র) (ইমাম শাফি'য়ী) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদই রিকায। তার অল্প ও অধিক পরিমাণে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর মা'দিন[২] রিকায নয়। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মা'দিনে (খননের ঘটনায়) নিসাব নেই, রিকাযের এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) মা'দিন-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতেন। হাসান (র) বলেন, যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত ভূমির রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব এবং সন্ধিকৃত ভূমির রিকাযের যাকাত ওয়াজিব। শত্রুর ভূমিতে লুকতা[৩] পাওয়া গেলে লোকদের মধ্যে তা ঘোষণা

banglainternet.com

১. রিকায ঃ ভূগর্ভে প্রাপ্ত বা প্রোথিত সম্পদ।
২. মা'দিন ঃ খনিজদ্রব্য।
৩. লুকতা ঃ পড়ে থাকা বস্তু।

করবে। বস্তুটি শত্রুর হলে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। জনৈক ব্যক্তি [ইমাম আবূ হানীফা (র)] বলেন ঃ মা'দিন রিকাযই, (তার প্রকারবিশেষ মাত্র) জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদের ন্যায়। তাঁর যুক্তি হলো ঃ اَرْكَزَ الْمَعْدِنُ তখন বলা হয়, যখন খনি থেকে কিছু উত্তোলন করা হয়। তাঁকে বলা যায়, কাউকে কিছু দান করলে এবং এতে সে এ দিয়ে প্রচুর লাভবান হলে অথবা কারো প্রচুর ফল উৎপাদিত হলে বলা হয় اَرْكَزْتَ এরপর তিনি নিজেই স্ব-বিরোধী কথা বলেন। তিনি বলেন ঃ মা'দিন থেকে উত্তোলিত সম্পদ গোপন রাখায় ও এক-পঞ্চমাংশ না দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

١٤١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

১৪১১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

٩٤٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِيْنَ مَعَ الْاِمَامِ

৯৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ এবং যে সব কর্মচারী যাকাত উসূল করে (৯ ঃ ৬০) এবং যাকাত উসূলকারীর ইমামের নিকট হিসাব প্রদান

١٤١٢- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَسْدِ عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُدْعٰى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ .

১৪১২ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)... আবূ হুমাইদ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসদ গোত্রের ইব্ন লুত্‌বিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ সুলাইম গোত্রের যাকাত উসূল করার কাজে নিয়োগ করেন। তিনি ফিরে আসলে তার নিকট থেকে নবী ﷺ হিসাব নিলেন।

٩٥٠ بَابُ اِسْتِعْمَالِ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَاَلْبَانِهَا لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ

৯৫০. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাতের উট ও তার দুধ মুসাফিরের জন্য ব্যবহার করা

banglainternet.com

١٤١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ

إِجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّوْنَ اَلْحِجَارَةَ ، تَابَعَهُ اَبُوْ قِلَابَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ .

১৪১৩ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যাকাতের উটের কাছে গিয়ে উটের দুধ পান করার ও পেশাব (ব্যবহার করার) অনুমতি প্রদান করেন। তারা রাখালকে (নির্মমভাবে) হত্যা করে এবং উট হাঁকিয়ে নিয়ে (পালিয়ে) যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে লোক প্রেরণ করেন, তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাদের হাত পা কেটে দেন এবং তাদের চোখে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করেন আর তাদেরকে হাররা নামক উত্তপ্ত স্থানে ফেলে রাখেন। তারা (যন্ত্রণায়) পাথর কামড়ে ধরে ছিল। আবূ কিলাবা, সাবিত ও হুমাইদ (র) আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (র)-এর অনুসরণ করেন।

٩٥١ بَابُ وَسْمِ الْاِمَامِ اِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

৯৫১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম নিজ হাতে যাকাতের উটে চিহ্ন দেওয়া

١٤١٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِىْ يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ اِبِلَ الصَّدَقَةِ .

১৪১৪ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ তালহাকে সাথে নিয়ে আমি একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁকে তাহ্নীক[১] করানোর উদ্দেশ্যে গেলাম। তখন আমি তাঁকে নিজ হাতে একটি শলাকা দিয়ে যাকাতের উটের গায়ে চিহ্ন লাগাতে দেখলাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٩٥٢ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَاٰى اَبُوْ الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيْضَةٌ

৯৫২. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিতর ফরয। আবুল 'আলীয়া 'আতা ও ইব্ন সীরীন (র)-এর অভিমত হলো সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয

١٤١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ هُوَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا

banglainternet.com

১. খেজুর বা মধু জাতীয় কিছু চিবিয়ে বরকতের জন্য সদ্যজাত শিশুর মুখে প্রদান করা।

مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ .

১৪১৫ ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাকান (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٥٣ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৯৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের গোলাম ও অন্যান্যের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা

١٤١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১৪১৬ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুসলিমদের প্রত্যেক আযাদ, গোলাম পুরুষ ও নারীর পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর অথবা যব-এর এক সা' পরিমাণ আদায় করা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয করেছেন।

٩٥٤ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ

৯৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ যব

١٤١٧ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ .

১৪১৭ কাবীসা ইবন 'উকবা (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ যব দ্বারা সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

٩٥٥ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

৯৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিতর এক সা' পরিমাণ খাদ্য

١٤١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ

صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ .

১৪১৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম।

٩٥٦ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

৯৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিত্‌র এক সা' পরিমাণ খেজুর

١٤١٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

১৪১৯ আহ্‌মদ ইব্ন ইউনুস (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকাতুল ফিত্‌র হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব দিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তারপর লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু' মুদ (অর্ধ সা') গম আদায় করতে থাকে।

٩٥٧ بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيْبٍ

৯৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ (সাদকাতুল ফিত্‌র) এক সা' পরিমাণ কিসমিস

١٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَكِيْمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ اُرَى مُدًّا مِنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ .

১৪২০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে এক সা' খাদ্যদ্রব্য বা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব বা এক সা' কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মু'আবিয়া (রা)-র যুগে যখন গম আমদানী হল তখন তিনি বললেন, এক মুদ গম (পূর্বোক্তগুলোর) দু' মুদ-এর সমপরিমাণ বলে আমার মনে হয়।

banglainternet.com

٩٥٨ بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ

৯৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বেই সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করা

١٤٢١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ .

১৪২১ আদম (র).... (আবদুল্লাহ) ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ লোকদেরকে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দেন।

١٤٢٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْاَقِطُ وَالتَّمْرُ .

১৪২২ মু'আয ইব্ন ফাযালা (রা).... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য সাদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করতাম। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।

٩٥٩ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوْكِيْنَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكِّيْ فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّيْ فِي الْفِطْرِ

৯৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব। যুহরী (র) বলেন, (বাণিজ্যপণ্য হিসেবে) ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করা গোলামের যাকাত দিতে হবে এবং তাদের সাদকাতুল ফিত্‌রও দিতে হবে

١٤٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اَوْقَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَاَعْطٰى شَعِيْرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتّٰى اَنْ كَانَ يُعْطِيْ عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِيَّ يَعْنِيْ بَنِيْ نَافِعٍ قَالَ كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِيُجْمَعَ لَا لِلْفُقَرَاءِ

banglainternet.com

১৪২৩ আবূ নু'মান (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা,

আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর অথবা (বলেছেন) সাদকা-ই-রামাযান হিসাবে এক সা' খেজুর বা এক এক সা' যব আদায় করা ফরয করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা' গমকে এক সা' খেজুরের সম মান দিতে লাগল। (রাবী নাফি' বলেন) ইবন 'উমর (রা) খেজুর (সাদকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে 'উমর (রা) প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু' দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমার সন্তান অর্থাৎ নাফি' (র)-এর সন্তান। তিনি আরও বলেন, সাদকার মাল একত্রিত করার জন্য দিতেন, ফকীরদের দেওয়ার জন্য নয়।

٩٦٠ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو وَرَاٰى عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَّعَائِشَةُ وَطَاوُسٌ وَّعَطَاءٌ وَّابْنُ سِيْرِيْنَ اَنْ يُّزَكّٰى مَالُ الْيَتِيْمِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُزَكّٰى مَالُ الْمَجْنُوْنِ

৯৬০. পরিচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আবূ 'আমর (র) বলেন, 'উমর, 'আলী, ইবন 'উমর, জাবির, 'আয়িশা (রা) তাউস, 'আতা ও ইবন সীরীন (র) ইয়াতীমের মাল থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুহরী (র) বলেন, পাগলের মাল থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা হবে

١٤٢٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ.

১৪২৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, আযাদ ও গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর সাদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।

banglainternet.com

Subhanallahi owabihamdihi , Subhanallahi owabihamdihi
"All credit goes to ALLAH, who gave me the power to do this work"